প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ ১৯৬০

প্রকাশক ঃ সৃজনীর পক্ষে অসীম রায়
৪ ভূপেন বোস এভিনু্য, কলকাতা ৭০০০০৪
মুদ্রাকর ঃ বি, এম, ট্রেভার্সের পক্ষে গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়
১২ তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা ৭০০০০৪

নারায়ণ চৌধুরী

শ্রীচরণেষু ॥

প্রথম ছত্রের সূচি

কি যেন কি চেয়েছিলুম ৯

ঘনায় দূরে সজল কালো কিছু ১০

কে যেন কে উড়ে গেলো ১১

সারাদিন তুমি মুখ ভার করে থাকো ১২

কলসী ভরা ছিলো বলে ১৩

হৃদয়ে কিছু পুণ্য ছিলো তার ১৪

যায় বেলা যায়, ভাঙা রোদ্দুর ছারখার ১৫

বাতাসে কার অমল ডাকাডাকি ১৬

অনেক দূরে যেতে হবে, উমার মা ১৭

বলেছিলুম, ঋণী, আমি ঋণী ১৮

ঝড় বৃষ্টি জল ১৯

সব গেলে, তবু কিছু থাকে ২০

নতজানু আমি করজোড়ে তাকে বলেছি ২১

বেলা ভাঙে ফুলে ২২

এখনো রমণী নও, তবু ২৩

আগুনে রেখেছি পা ২৪

কঠিন হিমেল রাত লেপমুড়ি ঘুমে পার হলে ২৫

একটা বয়েস আছে, যে বয়েসে ২৬

তীক্ষ্ণ মুখ তরবারি হাতে ২৭

'আমি আছি' এটুকু জানাতে ২৮

কোনো কোনো কথা শুনে, অথবা সংবাদ ২৯

হাতটা বাড়িয়ে আছি ৩০

যে পোষাক পরো তুমি, তবুও স্বভাব ৩১

একটি জীবন মানে একরাশ উদ্বেগ ও ভয় ৩২

আমি আমার কথা যথাসম্ভব অকপটে উচ্চারণ করেছি,—সে উচ্চারণ কবিতা হয়েছে কিনা জানি না ; একালে এর কোন মূল্য আছে কিনা তাও না। তবু, এগুলোকে গ্রন্থবন্ধ করলুম এ দুঃসাহসে যে, আমি ভীড়ের কেউ নই, নিজের ক্ষমতা-অক্ষমতা নিয়ে বড়ো বেশী তফাতের। এই ভিন্নতা কারো কারো ভালো লাগতে পারে, কারণ, আমার বাক্যবন্ধ বড়ো বেশী আমারই অনুভবের।

আমি মনে করি, কপটতা শিল্পের শত্রু, সুতরাং কবিতারও। দীর্ঘদিন বাংলা কাব্যে স্বতঃস্ফূর্তি তথা সরলতা বড়ো বেশী ধিকৃত, কবিরা বড়ো বেশী শব্দ নিয়ে মত্ত, বড়ো বেশী কাব্যিয়ানা তাঁদের বাক্যে, বড়ো বেশী আড়াল খুঁজছেন, যা ক্রমে এতো যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে যে এখন মনে হয়, কবিরা যেন বড়ো দেখাদেখি লিখছেন, অথচ শিল্প কিছুতেই পরানুকরণ নয়, সর্বার্থে আত্ম-আবিষ্কার—অর্থাৎ নিজেকে খুঁড়তে খুঁড়তে নিজেকে পাওয়া এই অমোঘ সত্য থেকে ক্রমে সরে যাচ্ছে বলে, একালের কবিতা শুধু পাঠ্য, অথচ সত্য এই, কবিতা অ-কবিকেও উষ্ণতা ধারে দেয়।

আমার মনে হয়েছে, পার্ষদদের কাউকে না কাউকে উচ্চারণ করতেই হয় যে, রাজার গায়ে কাপড় নেই—এতে যদি রাজা মুত্যু হাঁকেন, তবু নাচার।

আসলে আমরা স্বল্পপ্রশ্নদের ফতোয়া বড়ো বেশী বিনয়ে মান্য করেছি, অথচ আমি মনে করি, প্রশ্নহীন মেনে নেয়া যথার্থ শিল্পীর ধর্ম হতে পারে না। যথার্থ শিল্পী মাত্রেই নিজ লক্ষ্যে নিজের মতো ছুটে যান, সেখানে অগ্রজেরা ইন্ধন যোগাতে পারেন, কিন্তু পথ করে দিতে পারেন না। অথচ একালে তৈরী পথে চলার অভ্যেস ক্রমে বাড়ছে ; অর্থাৎ, রক্তমূল্যে রঙীন হবার পরিশ্রমে অনেকে অরাজী এবং তাঁরাই সংখ্যায় গরিষ্ঠ।

না, ধান ভানতে শিবের গীত কোন কাজের কথা নয়। মোদ্দা কথা আমি নিলজ্জের মতো বলছি, 'আমি এই'—ওঁরা তাঁরা কি বলবেন ভেবে লিখতে বসলে হলুদ বেলা সন্ধ্যারাগে রক্তিম হবে। তার চাইতে যা আমি তা ধরে দিলে আর যাই-ই হোক, এতোদিনের এতো জনের আগডোম বাগডোমে যখন যায়নি, তখন আমার ঘোড়াডোমে বাংলা সাহিত্য রসাতলে যাবে না। অতএব মা ভৈঃ॥

এবং রচনার কালানুক্রম মেনে সাজিয়ে দিলুম। এতে আমার সাম্প্রতিক রচনা-ধারা বোঝা সহজ হবে।

চিত্ত সিংহ

১.

কি যেন কি চেয়েছিলুম

পাবো বলে—

ছুটে এলুম, ছুটে এলুম।

রৌদ্র পড়ে রইলো পিছে

পথের যত ধুলো,

ছায়া এবং সঙ্গী ;

বাতাস ঠেলে এসে দেখি—

এ কী !

কোথাও নেই, কিছু তো নেই

ধূ ধূ মাঠের ধুলোয়—

বিকেল গেলো ঝরে,

সন্ধ্যে মরো মরো,

রাত্রি পায়ে পায়ে—

২.

ঘনায় দূরে সজল কালো কিছু,
আচম্বিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নীলে—
ভাঙে সবুজ, হরেক রঙের রাশি,
সোনার মাছ ছোঁ মেরে নেয় চিলে।

বেলা কি আছে? বেলা কি যায়, যায়?
বুঝি না কিছু, বাইরে ঘরে ধুলো,
অচেনা সব, ঝাপসা প্রতিবেশ,
বড়ো দূরে ঘনিষ্ঠ সব ফুলও।

কি থাকে আর? কিছুই থাকে না তো!
ক্রমে কালোয় সাদা ওড়ায় পাল,
পিচুটি জমে প্রীত চোখের কোণে,
বন্ধ পাড়ি, মাটিতে বসা হাল।

৩.

কে যেন কে উড়ে গেলো
বলে গেলো ডাকি,—
এখনো সময় আছে,
এখনো সে ফাঁকি
বন্ধ কর।

বৃথা মুগ্ধ হয়ে ছোটা,
বৃথা বাক্যে বড়,
যা কিছু করার আছে
সম্পন্ন কর।

রৌদ্রে হাঁপায় প্রাণ,
ঝড়ে বৃক্ষ লতা,
তা বলে কি মিথ্যে হয়
জন্মের সত্যতা ?

সুদূর ও দূর নয় যদি পায়ে পায়ে
চড়াই উৎরাই ভাঙো,
খোয়াই ও খাদ,
অন্তিমে নিশ্চিত আছে ফুল, ফল,
তার-ই জন্যে —
স্বাগত বিষাদ ॥

৪.

সারাদিন তুমি মুখ ভার করে থাকো
ওদিকে বেড়াল ডুবোচ্ছে মুখ দুধে,—
তুলে রাখো সব, ঘর ও গেরস্থালী,
কেন বাত-ব্যথা সইছো চক্ষু মুদে ?

দেখো, চেয়ে দেখো, নারকেল বনে ঝড়ে
সবুজ ওড়ায় সজীব উত্তরীয়,
শব্দেরা ভাঙে, রৌদ্রও কিছু কম না,
অবকাশ কিছু ফাঁকে তুলে রেখে দিও।

না হলে ঠিকই পস্তাবে তুমি পিছে,
বৃথা দিন-রাত ; এ জন্মটাই মিছে ॥

৫.

কলসী ভরা ছিলো বলে গড়াই অবহেলে,
নইলে ভরার কষ্ট হতো কতো
যে জানে সে ভালো করেই জানে।

ওই যে সবুজ গাড়িয়ে যাওয়া
বৃক্ষ গুল্ম লতা—
তাদের সরবতা,
সজীবতায় সরসতায় ফুল্ল হয়ে ওঠা—
তিনিই জানেন, যিনি—
কষ্ট করে বীজ পুঁতেছেন।
অন্যে তার মানে,—
হন্যে হয়েও পাবেন নাকো।

অথচ চেয়ে দেখো ঃ
বড়ো কথায় ঘর ভরে যায়,—
কাকে বোঝাই ?
নিজেই বুঝি নাকো॥

৬.

হৃদয়ে কিছু পুণ্য ছিলো তার
নইলে তোর স্পর্শ পায় কি সে ?
যেখানে দিন রাত্রি ভরা বিষে,
জীবন জুড়ে বিপুল হাহাকার ।

এ স্পর্শ অনেক ভাগ্যে মেলে,
যে পায় তার ধূলির মুঠি সোনা, –
গরিষ্ঠের তো কপাল জুড়ে নোনা,
যেটুকু পায় হারায় অবহেলে ।

দিলিই যদি আঁজলা ভরে দিবি,
হৃদয় ভরুক সদ্য ফোটা ফুলে,
ভাবনাগুলো তার-ই অনুকূলে
হয়ে উঠুক, তুই-ই তুলে নিবি ।

যেটুকু দিস্, তোর-ই তো সেই দেওয়া,
সেটুকু নিস্, তোর-ই ন্যায্য পাওয়া ॥

৭।

যায় বেলা যায়, ভাঙা রোদ্দুর ছারখার,
এমনি অবেলা হেলা ফেলা খেলে ফুরালে
পস্তাবে পিছে ;
তার চেয়ে এসো নিজ-নির্জনে বিরলে,
করগুণে দেখো, কতো কাজ হলো,
বাকি আছে কতো আর ?

সময় কোথায় ? ভয়ে তোলপাড় বুক,
গোধূলির ধুলো ওড়ে এলোমেলো, বিহ্বল শুক—
আশ্রয় খোঁজে মাথা রাখবার,—'শান্তি চাই'।

শান্তি ? সে কি গো ! এখনো অনেক খাদ ও খাড়াই
পেরোনোর আছে, পেরোতেই হবে, তারপরে সুখ
ভোর হয়ে উঁকি দিয়ে গেলে পরে,—'শান্তি চাই'।

শান্তি ! সে বড়ো নির্মনা কিছু চাইলে পাবে ?
কে বলেছে তোকে ?
শুধু মিছিমিছি
হেলাফেলা খেলে সময় খোয়াবে,
হাসবে লোকে ॥

৮,

বাতাসে কার অমল ডাকাডাকি,
সময় নেই, আমাকে যেতে হবে।
উপস্থিত ভদ্রজনেরা!
আসুন এখন। আবার দেখা কবে?

এখন বড়ো ব্যস্ত ভাই, তাই—
এখন কিছু অসম্ভব বলা;
রৌদ্র হাটে, হাতে সময় নাই,
বিলম্বেতে ভাঙবে পরকলা।

অথচ ওই সবুজে মুখ দেখে,
জানতে হবে আমার কী কী চাই?
হলুদ কিছু? অথবা লাল, নীল?
বন্ধুগণ! আসুন, আমি যাই॥

৯.

অনেক দূরে যেতে হবে, উমার মা —

গুছিয়ে দিও পোটলায়

চিড়ে-মুড়ি অল্প-স্বল্প,

পথে লোকের জটলায়

হালকা হাতে চলার মতো।

এখন কোন গল্প

শোনার মতো সময় নাই।

তাহলে যাই—

ও হ্যাঁ —

ইতঃস্ততঃ

ছড়ানো সব কাগজ-পত্র

গুছিয়ে তুলে রেখে দিও,

হয়তো কাজে লাগতে পারে ;

ঠিক নেই তো,—

হয় এপারে, নয় ওপারে।

তাহলে যাই —

ছাড়ার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে

সময় নাই॥

১০.

বলেছিলুম, ঋণী, আমি ঋণী,—
অমল হরিণী, তবু ফিরে তাকালো না
চলে গেলো ।
অবেলায় বেচাকেনা,—
জানতুম সহজে হবে না ।
অথচ, আমারো কিছু চাই
যা পেলে চড়াই
মুহূর্তে ডিঙোতে পারি, খাদ-ও ।
এবং, আমারো কিছু আছে,
পাছে দিতে ভুলে যাই, তাই—
ইচ্ছে হয় আগে-ভাগে দিতে,
ইচ্ছে আছে, সাধ-ও ।

তাইতে আমার আছে যা'
বলেইছি, নিয়ে যা, নিয়ে যা ;
এবং যা কিছু আছে তোর,
দিয়ে দে সত্বর ।

না শুনেই চলে গেলো ।
এখন আমার-ই বিড়ম্বনা—
আমাকে কাঁদায়,
হৃদয়ে শিশির ঝরে,
আমি ক্লান্ত পথের কাদায় ॥

১১.

ঝড় বৃষ্টি জল বড়ো তোলপাড় করে শার্সিতে,
গুমোট ঘরের জলভেজা হাওয়া
হাত রাখে চুপি আঁশিতে,
মুখ দেখা ভার,
ঝাপসা দেখায় আমাকেই
ঠিক চেনা নয়, যেন চিনি চিনি চেনাকেই,—
ভয় ধরে দেয় অচেনার।

থতমত খাওয়া দাপাদাপিতেই তছনছ হই,
বেলা যায়, বেলা—
কাজ পড়ে থাকে, সই গো সই—
কাছে এসো পাশে, চেনা যায় কিনা খুঁটিয়ে দেখি।

এ কে এলো কে ? চিনি নে, চিনি না, নিতান্ত মেকি !
এতো সে তো নয় ?
তাহলে তেমন কার খোঁজে আমি ছুটে ছুটে ফিরি—
এ-ঘর ও-ঘর ?

কে সে কে জানি নে,
জানি না, জানি না,
তবু তাকে চাই,
তাকে সত্বর—
পাওয়া চাই-ই চাই ;
নইলে এঘরে, ভাঙচুর হবে, ভয়ঙ্কর ॥

১২.

সব গেলে, তবু কিছু থাকে—
কিছু স্মৃতি-প্রীতি, কিছু দুঃখ-সুখ,
কিছু ভালো-মন্দ আর হা হা অন্ধকার ;
থাকেই তো একান্ত আমার ।

সব গেলে—
এ নিয়ে কি বাঁচা যায়, বাঁচে ?
সব গেলে—
কিছুতে কি সান্ত্বনা মেলে ?

তারপরও অবিরল,
ফুল আসে, ফুল যায়,
বৃক্ষ নত ফলে ;
ঋতু ভাঙে—
মেঘে রৌদ্রে জলে ;

তবুও একাকী ?

হায় নীলে,—
বৃথা ডাকে পাখী !

১৩.

নতজানু আমি করজোড়ে তাকে বলেছি
যে উদারতায় এ ভুবন মনমোহিনী,
তার কণাভাগ যদি দিস্ তুই আমাকে
একা আমি হই পলকে অক্ষৌহিণী।

কতো আছে তোর, তবু দিতে কেন কুণ্ঠা ?
সঞ্চয়ে কভু স্বর্গ কি পড়ে ধরা ?—
যখন জানাই, ছলনা কি তোর সাজে ?
দেখ, উড়োচুলে বাসর জাগায় খরা।

বড়ো দেরী হলো, আরো দেরী যদি ঘটে,
অবেলার ফুলে আসর সাজানো হবে না,
সব বৃথা যাবে, শুধু ক্ষয়ে ক্ষয়ে ফুরোনো
সে যে দুঃখের, সে-দুঃখ সখি, সবে না।

অথচ রৌদ্রে ফুল ফোটে, পাখী ডাকে ;
মাঠের সবুজে পুর্ণের কানাকানি ;
আকাশের নীলে তার-ই ভরা মুখ ধরা ;
জেনে রেখো আমি ভাগীদার, মহারাণী॥

১৪.

বেলা ভাঙে ফুলে।

উজ্জ্বল রঙের রাশি নিশ্চিত লীলায়

ক্ষুরোত্থিত ধুলোয় মিলায়,

সৌরভ মূর্চ্ছিত হয় চুলে।

কিছুই অমৃত নয়, যায়, সবই যায় ;

হৃদয়ের বন্ধুর চড়াই ডিঙনোর দিনরাত্রি,

ক্ষণজয়ে গর্বিতের হাসি,

ব্যর্থতার কষ্ট ব্যথা, হাহাকারে কান্না সর্বগ্রাসী

দুঃখ-সুখ কতো,—

ক্রমান্বয় উচ্চাশার সমুদ্র পর্বতও।

তারপরও কিছু থাকে, থেকে যায়, —

বয়সের ভার কিছু, সামান্য বিজ্ঞতা,

জীবনের মুখোমুখী নতজানু, তবু কৃতজ্ঞতা—

থেকে যায়, থাকে,—

আগুন ফুরোলে কিছু ছাই ; থাকে—

থিতনো জলের তলে পলি ; থাকে—

ফুলের অন্তিমে কিছু ফল ;

থাকেই তো !

এ সম্বল স্বল্প নয়, কিছুতেই নয় ;

এতে যায় ধরা—

সুনীলে গড়িয়ে যাওয়া এ জীবন,

প্রাণময় এই বসুন্ধরা ॥

১৫

এখনো রমণী নও তবু—
রমণীয় ছলাকলা আয়ত্তে এনেছো, তুমি—
কি চেয়ে অঞ্জলি পাতো,
কাটো দিন অতিদীর্ঘ রাতও ?

অথচ অনেক হেঁটে গেলে—
দিনে দিনে যেতে হয়, যায়,
তোমাকেও যেতে হবে।
তারপরে—
শরীর ক্ষেত্রের মতো
সারে-ভারে উর্বরা হলে
অবশ্য কর্ষিত হবে।
তারপরে বীজ পোঁতা,
নবান্ন উৎসব তারও পরে।

এ বড়ো জটিল যাত্রা,
এর কিছু রীতি আছে, নীতি,
ফলন পদ্ধতি।
অসময়ে ফল চাওয়া, ফুল—
কিছুতে সম্ভ্রান্ত নয় ;
অবেলার এই উন্মুখতা—
কিশোরী হে !
ঝরাবে বকুল ॥

১৬.

আগুনে রেখেছি পা,

তোরা সব সরে যা, সরে যা।

খিলানে কঠিন শিল্পে সূক্ষ্ম কারিগরি

বুঝিবেনে সে সব কিছুই,

প্রাসাদে মজেছে মন যার

তার হাতে শালিক-চড়ুই

অবশ্যই খেলা করে।

মিঠে কড়া গাঢ় গূঢ়

অন্তর্মুখ ওই গভীরতা,

প্রকাশ্যে ফুলের মতো সহৃদয়, আকর্ষণীয় ;

অথচ হাওয়ার বিশালতা

তোদের আয়ত্তে নয়।

তাহলে কটাক্ষ থাক,

এ মুহূর্তে সরে যা, সরে যা ;—

সময় নিতান্ত স্বল্প হাতে—

তবু তুই, রে নকিব !

হেঁকে ডেকে বলে দে, বলে দে ঃ

মহারাজ ! অবশ্যি যাবেন

ন্যায়ান্যায়হীন অভিসারে

অদ্য মধ্যরাতে ॥

১৭.

কঠিন হিমেল রাত লেপমুড়ি ঘুমে পার হলে
আশ্চর্য শিশির ধোয়া ভোর
কাক ডাকে যখনি জাগালে,
মনে হলো ঃ
গতদিন পুরোদিন দশক্রোশ উদ্বেগে পুড়ে
কালোমুখে ছুটে ঘরে ফেরা,—
এমন কি !

নিরুদ্বেগ দিন-রাত্রি ছড়িয়ে ছিটিয়ে
বয়স ছিনিয়ে নেয়া
কিছুতেই স্বাস্থ্যকর নয় ;
শংকা দুঃখ ভয় আর অনিশ্চয় কিছু
কাছে-পিঠে থাকা ভালো।

হঠাৎ হোঁচট খেলে,
অথবা আছাড়,
বড়ো বেশী মনে পড়ে
পাটা আছে, পায়ের আঙুল,
এবং আমিও ॥

১৮.

একটা বয়স আছে, যে বয়সে—

হামাগুড়ি দিয়ে তুমি কিছুতেই

কোনো লক্ষ্যে পেঁছিতে পারো না;

এমন কি হেটমুণ্ড, ঊর্ধ্বপদে না !

যখন সম্বল পা-ই, তখন স্বগত ঃ

পাতায় মোচড় আনো,

ঊরুতে চমক ;

জানু-জঙ্ঘা হেলুক দুলুক,

কোমরে মৃদঙ্গ বাদ্য যদি—

ঊর্ধ্বদেহ সুস্থির স্থাপত্যে

স্বাবলম্বী শিল্প হোক।

আসলে নিজের মতো যেতে হয়

নিজ লক্ষ্যে—

এবং তফাতে থেকে,

নইলে ভীড়ের মধ্যে

শুধুমাত্র মাথা চোখে পড়ে ॥

১৯.

তীক্ষ্ণমুখ তরবারী হাতে—
গা জোয়ারী এক পা বাড়ালে
অবশ্যই বিদ্ধ হবে।

বয়েস বেড়েছে বলে, যদি ভাবো—
স্বভাবের ক্ষিপ্রতা মরেছে,
সবিনয়ে বলি : ভুল, বড়ো ভুল।
নয়েতে নম্র বলে, নব্বুইয়েও তাই,
ঠিক নয়।
ঠেকে দেখে ঠকে
মানুষ-ই মরীয়া হয়।

অতএব—
সব পাপ উচ্চারণ করো।

মহারাজ এসে গেছে,
বসেছেন সত্যের আসনে,
এখনো সময় আছে, বলো,—
ন্যায়দন্ড, সত্যদন্ড মাথা পেতে নেবে,
এবং বিরত হবে পাপে,—

এ সব-ই মানুষে সম্ভব।

কথা দিচ্ছি :
তরবারী হৃদয় ছোঁবে না॥

২০

'আমি আছি' এটুকু জানাতে
কেউবা মন্দির গড়ি পথ ও প্রাসাদ,
শিল্পের সাম্রাজ্য, শিল্প,
শব্দে বন্ধে গীত ও কবিতা।
পৃথিবীর বর্ণমালা চুঁড়ে, রক্তমূল্যে—
আমরা রঙীন হই, হতে চাই ;
এই চাওয়া মানবিক, এই চাওয়া সত্য হতে চাওয়া।

অথচ পৃথিবী দেখো, কি বিশাল,—
কোন প্রান্তে কে ফুল ফোটালে,
কে বাজালে মর্মবিদ্ধ বাঁশি,
পবিত্র আগুন হাতে কে ছুটেছে দেশে দেশান্তরে,
কতোজন জানে আর !
তবু দেখো, আমরা অনেকে, জনে জনে—
পড়িমরি ছুটে যাচ্ছি ;
হেঁকে বলছি ঃ দেখো, চেয়ে দেখো,
অমল হৃদয় পুড়ে আমি এক মাণিক্য গড়েছি।

কে আর হৃদয় পাতে হৃদয়ের খোঁজে,
তবুও হৃদয়—
সাতলক্ষ সমুদ্র ভেঙে
তড়িঘড়ি একটি হৃদয় পেতে চায় ॥

২১.

কোনো কোনো কথা শুনে, অথবা সংবাদ,
অথবা তেমনতরো কিছু,
বুকের ভেতর যেন ধুক্ করে ওঠে।
মনে হয়, যেন ধ্বসে গেলো,
মনে হয়, মুখ থুবড়ে গেলুম।
অথচ যাবার যা, তা যাবেই, —
এ স্থির প্রত্যয় যদি থাকে
বুকের বিকট শব্দ কান তক্ পৌঁছতে পারে না

'বেলা যায়', যাবেই তো !

সকালের ফুলরাশি বিকেলে ফুরোলে পরে
ফল আসে ;
পরিণামে আরো ফুল, আরো জন্ম,
সর্বব্যাপী কিছু ;
তার-ই জন্যে বেলা যাওয়া,
বেলা বওয়া ;
নইলে এ বেলা দিয়ে
কি হয় ? কি হবে ?

২২.

হাতটা বাড়িয়ে আছি,—
যদি কেউ হাতে রাখে হাত,
মুহূর্তে অর্গল মুক্ত,
মুহূর্তেই জলের প্রপাত।

সত্য ও ছলনা বড়ো কাছাকাছি,
পাশাপাশি ;
তবু বীজে চোখ রাখি, মন,—
আকাশ উপুড় করে
সমুদ্র বিছিয়ে দিই পাশে ;
সম্ভাবনা যখন-তখন.
ফলে ও অ-ফলে
কিছু একটা ঘটে যেতে পারে।

আসলে স্বপ্নের মধ্যে বাঁচি ;—-
নইলে
কেন বা মাথা কোটা,
প্রকাশ্যে জানানো কেন
আছি, আমি আছি ॥

২৩.

যে পোষাক পরো তুমি, তবুও স্বভাব
শরীরের সঙ্গী হয়ে থাকে।
মুখোশ পরেছো বলে পার পেয়ে যাবে!
কিছুতেই সত্য নয়;
স্বভাবের রন্ধ্রপথে ইঁদুরেরা সাপ ডেকে আনে।

পাহাড় ডিঙোতে গেলে, অথবা নদীকে—
সাধ ও সাধ্যের সেতু অবশ্যই গড়ে নিতে হয়,
বাধ্য ও অবাধ্য হই;
তার মানে এই নয়, তুমি—
ঠিক ঠিক পোঁছে গিয়েছো!

কোনও সঠিক লক্ষ্যে ঠিক ঠিক পোঁছনো যায় না,
কিছু কম, কিছু বেশী,
তবু যেতে হয়;—
এই-ই সত্য যদি—
তাহলে মুখোশ খোলো,
ছুঁড়ে ফেলো ভাণ ও ভণিতা,
দুঃখ চিহ্ন রেখে যাক, সুখও।

চিহ্নিত তাসের বাজী জিতে নেওয়া মানে,—
বন্ধুগণ! কিছুতেই জয়ী হওয়া নয়॥

২৪.

একটি জীবন মানে, একরাশ উদ্বেগ ও ভয় ;
একটি জীবন মানে, সারাক্ষণ নতজানু হয়ে
করজোড়ে বলা ঃ
মহারাজ ! তোমারই ইচ্ছায় বাঁচা মরা ।

কোনো নিশ্চয়তা, নেই কোনোখানে ।

প্রতিদিন কুয়াশা সরিয়ে পথ করা,
ঝড়-ঝঞ্ঝা-বৃষ্টিকে ডিঙিয়ে হেঁটে যাওয়া,
অনেক হিসেব করে ডাইনে পাহাড় রাখি যদি—
সম্মুখেই নদী, হাঁটা পথে বাধা ।

অথচ সটান চলে যাওয়া, অসম্ভব ;
অর্থাৎ, অনন্ত যুদ্ধ ;
অর্থাৎ,—
লড়ে পথ ডিঙোনো, ফুরোনো ।

যেহেতু আদেশ নেই, অতএব, যেতে হয়, হবে,—
কাঁটা নুড়ি কাদা বারোমাস-ই,
যখন যেমন ;
তার-ই জন্যে স্বেদ-রক্ত-দাহ,
তার-ই জন্যে জন্ম, আর—
তার-ই জন্যে এতো আয়োজন ॥